আধার-মোবাইল নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর ভবিষ্যতের ভাবনা মানুষের

ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বরের সঙ্গে আধারের সংযুক্তিকরণ নিয়ে এনডিএ সরকারের আমলে দেশে যা হল তা রীতিমত হাস্যকর এবং স্বেচ্ছাচারিতার শামিল। তবে শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর বিষয়টি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে মানুষ স্বস্তি পেয়েছে। কিন্তু ভারতের বড় অংশের মানুষের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা অন্যের হাতে চলে গিয়েছে। এরফলে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত বিভিন্ন গোপনীয় তথ্য প্রকাশ্যে এল বলেই মানুষের ধারণা। প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্রের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চের এই ঐতিহাসিক রায়কে স্বাগত জানানো প্রয়োজন। শীর্ষ আদালতের রায়ে মানুষের স্বার্থ সুরক্ষিত হয়েছে। কিন্তু আধার-মোবাইল নম্বর সংযুক্তির ফলে যাদের সব তথ্য বাইরে চলে গেল তার সমাধান কীভাবে হবে। আধার নিয়ে যারা সবকিছু দেখেন, সেই সংস্থা ইউআইডিএআই সোমবার দেশের সমস্ত মোবাইল সংস্থাগুলিকে নির্দেশ দিয়েছে, আগামী ১৫ দিনের মধ্যে সব আধার তথ্য মুছে দিতে হবে। এই ১৫দিনের মধ্যে কীভাবে প্রত্যেক গ্রাহকের পরিচিত প্রমাণ হিসেবে ১২ সংখ্যার ইউনিট নম্বর বন্ধ করা যায় তা জানাতে এখন মোবাইল সংস্থাগুলি সব আধার তথ্য মুছে দিল কি না তা প্রমাণ সাপেক্ষ। ফলে বিশৃঙ্খলা বাড়বে। এনিয়ে কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ জরুরি।

ব্রহ্মচারী শ্রীঅক্ষয়চৈতন্য বিরচিত

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

না পারিয়া ক্ষুদ্র আধারগুলি তলাইয়া যায় দুঃখের পাথারে, কিন্তু প্রকৃত ধার্মিক ব্যক্তিগণের ভগবন্নিষ্ঠা তাহাতে বাড়িয়া যায় ও গভীরতা লাভ করে। নিরাশ্রয় খুদিরাম যখন একচিত্তে স্মর করিতেছিলেন অকূলের একমাত্র কাণ্ডারী তাঁহার ইষ্টদেবতাকে, তখনই কামারপুকুরে গিয়া স্থায়িভাবে তথায় বাস করিবার জন্য তাঁহার দরদী সুহৃদ সুখলাল গোস্বামীর নিকট হইতে সাদর আহ্বান ও অনুরোধ আসে। "রঘুবীরের ইচ্ছাতেই সব হইতেছে জানিয়া খুদিরাম কামারপুকুরে চলিয়া আসিলেন। সুখলাল তাঁহাকে নিজবাটীর সংলগ্ন কয়েকখানি চালাঘর ও এক বিঘা দশ ছটাক ধান্যজমি চিরকালের জন্য দান করিলেন।

বৈষয়িক পুনরুন্নয়নের চেষ্টায় বিরত থাকিয়া খুদিরাম এই সময় হইতে প্রাচীন বানপ্রস্থসকলের ন্যায় জীবন যাপন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। একদিন গ্রামান্তর হইতে ফিরিবার পথে তিনি এক বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিতে বসেন ও নিদ্রাকৃষ্ট হইয়া সেখানেই শুইয়া পড়েন। তিনি স্বপ্ন দেখিলেন ঃ তাঁহার ইষ্টদেব শ্রীরঘুবীর নবদূর্বাদলশ্যাম বালক বেশে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া ও স্থানবিশেষ দেখাইয়া বলিতেছেন, আমি এখানে অনেকদিন অযত্নে অনাহারে আছি, আমাকে তোমার বাড়ীতে লইয়া চল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মাতাপিতা

অত্যাচারী জমিদার রামানন্দ রায় একজনের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করিয়া খুদিরামকে মিথ্যাসাক্ষ্য দিতে প্ররোচিত করেন, আর খুদিরাম তাহতে অসম্মত হইলে তাঁহার বিরুদ্ধেও অনুরূপ মামলা রুজু করিয়া ও সেই মামলায় জয়ী হইয়া বসতবাটীসমেত তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তি নিলাম করিয়া লন। শুনা যায়, দেরে গ্রামে খুদিরামের প্রায় দেড়শত বিঘা জমি ছিল। প্রায় ঊনচল্লিশ বছর বয়সে উদ্বাস্তু হইয়া, স্ত্রী জ্যেষ্ঠপুত্র ও কন্যাকে নিয়া খুদিরামকে পথে আসিয়া দাঁড়াইতে হইল। তাঁহার দুই ভাই নিধিরাম ও কামকানাই সম্ভবতঃ শ্বশুরবাড়ীর মাধ্যমে নিজেদের বাসের ব্যবস্থা করিয়া নিয়াছিলেন।

অভাবনীয় আকস্মিক আঘাতের প্রতিক্রিয়া সহ্য করিতে

দিনপঞ্জিকা

১৬ আশ্বিন, ভাঃ ১১ আশ্বিন, **৩ অক্টোবর**, ১৬ আহিন, সংবৎ ৯ আশ্বিন বদি, ২২ মহরম। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৩২, সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।২১। **বুধবার**, নবমী রাত্রি ঘ ১০।৪ মিঃ। পুনর্ব্বসুনক্ষত্র রাত্রি ঘ ৯।২৬ মিঃ। পরিঘযোগ দিবা ঘ ১২।৩২ মিঃ। তৈতিলকরণ, দিবা ঘ ১১।১৪ গতে গরকরণ, রাত্রি ঘ ১০।৪ গতে বনিজকরণ। **জন্মে**— মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, দিবা ঘ ৩।৫০ গতে কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ, রাত্রি ঘ ৯।২৬ গতে বিংশোত্তরী শনির দশা। **মৃতে**— দ্বিপাদদোষ, রাত্রি ঘ ৯।২৬ গতে দোষনাই। **যোগিনী**—পূর্ব্বে রাত্রি ঘ ১০।৪ গতে উত্তরে। **কালবেলাদি**— ৮।২৯ গতে ৯।১৮ মধ্যে ও ১১।২৭ গতে ১২।৫৫ মধ্যে। **কালরাত্রি**— ঘ ২।২৯ গতে ৪।১ মধ্যে। **যাত্রা**— নাই, রাত্রি ঘ ১০।৪ গতে যাত্রা শুভ উত্তরে দক্ষিণে ও পশ্চিমে নিষেধ। **শুভকর্ম্ম**-- নাই। **বিবিধ**– নবমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। পূর্ব্বাহ্ণ ঘ ৯।২৯ মধ্যে কিন্তু কালবেলানুরোধে দিবা ঘ ৮।২৯ মধ্যে **শ্রীশ্রীশারদীয়াদুর্গাদেবীর কৃষ্ণনবম্যাদিকল্পারম্ভ ও বোধন প্রসক্তা। সন্ধ্যা ঘ ৫।৩৯ গতে অকাল প্রবৃত্তি (আরম্ভ)। শ্রীমৎ জীতরাজভক্তিভূষণ মহাশয়ের জন্মতিথি ও** কীর্ত্তন মহোৎসব। **অমৃতযোগ**— দিবা ঘ ৬।২১ মধ্যে ও ৭।৮ গতে ৭।৫৪ মধ্যে ১০।১৪ গতে ১২।৩৩ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৬।১ গতে ৬।৫১ মধ্যে ও ৮।৩০ গতে ৩।৬ মধ্যে। **মাহেন্দ্রযোগ**— দিবা ঘ ৬।২১ গতে ৭।৮ মধ্যে ও ১।১৯ গতে ৩।৩৯ মধ্যে।

মুসলিম পঞ্জিকা

১৬ আশ্বিন, ভাঃ ১১ আশ্বিন, ৩ অক্টোবর, ২২ মহরম, ১৬ আহিন, উঃ ৫।৩১, অঃ ৫।২০, বুধবার, নবমী রা ঘ ১০/৩, সেহরী শেষ ৪।০৮, ইফতার ৫।২৯। উরস—সাইফুল আওওলিয়া মুহাম্মদ ইয়ার আলি বরাউন্নি শরীফ।

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে,
সে বন্ধু নয়
মাদক বিরোধী আন্দোলন

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনে ধন্য সেইসব গ্রাম

দুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায়

কামারপুকুর-জয়রামবাটী শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদার আবির্ভাব স্থান বলে, বাল্য ও কৈশোরের লীলাস্মৃতি বুকে ধারণ করে আছে। কিন্তু তাঁদের লীলাস্মৃতি বিজড়িত পার্শ্ববর্তী আরও বহু গ্রাম আছে, যেখানে তাঁদের চরণচিহ্ন আঁকা রয়েছে। সেইসব স্থানগুলি তাঁদের পদধূলি রঞ্জিত, নতুবা কোন কারণে স্মৃতিবিজড়িত বলে আজ তীর্থে পরিণত হয়েছে। বহু প্রাইভেট আশ্রম বা মঠমন্দির আছে নতুবা কিছু না কিছু হয়েছে। কেউ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের সাথে যুক্ত হয়েছে। ধন্য সেইসব গ্রাম। শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমায়ের সেইসব পবিত্র লীলাভূমি ভক্তজনের প্রিয় স্থান। নানা দেশ-বিদেশ থেকে আজ লক্ষ লক্ষ ভক্তপ্রাণ নরনারী আকুল আগ্রহে এইসব পবিত্রলীলাস্থল দর্শনের জন্য ছুটে আসছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিমণ্ডলের মানুষজন এখানকার ধন্যগ্রামগুলির সঙ্গে পরিচিত হতে চান। তাঁদের অভিপ্সাপূরণ করতে ধন্যগ্রামগুলি ঘুরে দেখার পথনির্দেশ ও তথ্য সরবরাহ করার জন্যই এই রচনাটির প্রয়াস।

দেরেপুর : কামারপুকুরের তিনমাইল দক্ষিণপূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণের পিতা মহাত্মা ক্ষুদিরামের আদি বাস্তুভিটা। মহাত্মা ক্ষুদিরাম, রামকৃষ্ণের অগ্রজ রামকুমার ও দিদি কাত্যায়নীর জন্মভূমি। সাতবেড়িয়ার অত্যাচারী জমিদার রামানন্দ রায়ের হয়ে মিথ্যা সাক্ষী দিতে অসম্মত হওয়ায় ক্ষুদিরামকে স্ত্রী চন্দ্রমণিদেবী ও পুত্র-কন্যাকে নিয়ে দেরেপুরের ভিটা ও দেড়শ বিঘা জমি ছেড়ে কামারপুকুরে বন্ধুবর সুখলাল গোস্বামীর সহায়তায় বসতিস্থাপন করতে হয়। দেরেপুরে আজও রামানন্দের পূর্বপুরুষ কর্তৃক প্রস্তরনির্মিত রঘুনাথ ও রাধাশ্যাম মন্দির অভ্যন্তরে রঘুনাথের শিলামূর্তি, রাধাশ্যাম বিগ্রহ, গঙ্গাধর শিবমন্দির, দুর্গামন্দির, রাসমঞ্চের ভগ্নদশা দৃশ্যমান। শ্রীরামকৃষ্ণ পরিণত বয়সে দেরেপুরে কয়েকবার পদার্পন করেছিলেন। মহাত্মা ক্ষুদিরামের বাস্তুভিটায় 'দ্বারিয়াপুর ক্ষুদিরাম-রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম' প্রতিষ্ঠিত আছে। স্থানীয় মানুষ, ব্যবসায়ী ও মহারাজদের সহায়তায় সাম্প্রতিককালে গড়ে উঠেছে শ্রীরামকৃষ্ণের ধ্যানমগ্নমূর্তি ও নাটমন্দির সহ 'শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির'। সুবৃহৎ মন্দিরটি সহাধ্যক্ষ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ উদ্বোধন করেন। বর্তমানে শ্রীরামকৃষ্ণের নিত্যপূজা, আরতি ও নামগানের অনুষ্ঠান হয়। যাত্রীনিবাসও গড়ে উঠেছে। পাশেই রামশীলা মন্দির, চাটুজ্যেপুকুর ইত্যাদি বর্তমান। বার্ষিক উৎসবে এখানে লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাবেশ ঘটে।

আনুড় : কামারপুকুরের দুমাইল উত্তরে অবস্থিত আনুড় প্রসিদ্ধা বিশালাক্ষী দেবীর মন্দির। শ্রীরামকৃষ্ণ বাল্যে বিশালাক্ষীদেবীর কাছে আসতেন এবং অমাবস্যা-পূর্ণিমায় সাধনা করতেন। বাল্যে একবার প্রসন্নময়ী লাহা প্রমুখাদের সঙ্গে এই মন্দিরে আসার পথে কীর্তন গান গাইতে গাইতে ভাবপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। পরে শ্রীমাও বহুবার এই মন্দিরে এসেছেন। কথামৃতকার 'শ্রীম' কামারপুকুর দর্শনে এসে বিশালাক্ষী মন্দিরে এসেছিলেন। আনুড়ে 'শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা আশ্রম ও সংঘ' কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণের মন্দির নির্মাণ এবং ক্যাতায়নীদেবীর বাস্তুভিটা সংরক্ষিত হয়েছে। বর্তমানে নিত্যপূজা ও নামগানে বহু ভক্ত-অনুরাগীরা অংশগ্রহণ করেন। এই স্থানে পৌষসংক্রান্তির দিনে মকর মেলা ও পুণ্যস্নান এক প্রাচীন উৎসব। এই সময় বহু ভক্তসমাগম হয়।

ভুরসুবো : কামারপুকুরের তিনমাইল উত্তরে ভুরসুবো (অধুনা হরিশোভা) গ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণের পিতৃবন্ধু, জমিদার ও তান্ত্রিকসাধক 'মানিক রাজা'র (মানিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়) জন্মভূমি। 'মানিকরাজা'র পুণ্যময় বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণের বহুবার পদার্পণ ও বাল্যলীলা ধন্য করেছিল। মানিকরাজাও গদাধরকে প্রাণাধিক ভালোবাসতেন। কয়েকদিন দেখতে না পেলে লোক পাঠিয়ে আনাতেন এবং পরমতৃপ্তির সঙ্গে নানাবিধ মিষ্টান্নদ্রব্য গদাধরকে উপহার দিতেন। মানিকরাজার সেই প্রাসাদোপম ভগ্ন অট্টালিকা আজও চোখে পড়ে। এখনো ভগ্নদশা দুর্গামণ্ডপ, দামোদরজীউর মন্দির, শিবালয় দৃশ্যমান। সুখ-সায়ের, হাতিসায়ের প্রভৃতি বৃহৎ দির্ঘিকাসকল আজও মানিকরাজার কীর্তি ঘোষণা করেছ। তাঁর বংশধররা অট্টালিকার আশেপাশে বসবাস করছেন। কলকাতার পুঁটেকালীর মন্দির প্রতিষ্ঠাতাও বিশিষ্টদাতা 'মানিক রাজা'র ভগ্ন অট্টালিকা দেখতে ভক্তনরনারীরা উপস্থিত হন।

গড়মান্দারণ : কামারপুকুরের দুইমাইল দক্ষিণে রাস্তার বামধারে গড়মান্দারণ। ঐতিহাসিক দিক থেকে গড়মান্দারণ বিশেষ চিত্তাকর্ষক। মান্দারণ দুর্গের ভগ্ন তোরণ, স্তুপ ও পরিখা, অতিদূরে কামারপুকুরের কিছুটা দক্ষিণপশ্চিমে শ্যামবাজার গ্রামে বহু পূর্বে মিউনিসিপ্যালিটির অফিস ছিল। কিন্তু ইউনিয়নের কার্য সুবিধামতো না হওয়ায় ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে উঠে যায়। একাধিক 'শ্যামবাজার নামক স্থানের সঙ্গে পাশের গ্রাম 'ফুলুই' এর নামও উল্লেখ করা হয়। গ্রামের পশ্চিমপ্রান্তে গঙ্গাধর জীউর মন্দির, দক্ষিণপ্রান্তে শীতলামন্দির, দাসপাড়ায় নবকুঞ্জ, মধ্যপ্রান্তে গঙ্গাধর জীউর মন্দির, দক্ষিণপ্রান্তে শীতলামন্দির, দাসপাড়ায় নবকুঞ্জ, মধ্যপ্রান্তে পঞ্চমুন্ডীর আসনসহ দক্ষিণা কালিকার মন্দির, ভগ্নপ্রাপ্ত রঘুবীর ও শিবমন্দির, রামেশ্বর মন্দির, দুর্গামণ্ডপ, সত্যনারায়ণের বেদী, দলু রায় ধর্ম বিরাজিত। শ্রীরামকৃষ্ণ একাধিকবার ফুলুই-শ্যামবাজার ঈশানচন্দ্র মল্লিকের আহ্বানে কীর্তনানন্দে যোগদান করেছিলেন। কীর্তনান্তে ঈশান শ্রীরামকৃষ্ণকে নিজ গৃহে এনে সেবাযত্ন করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজমুখে বলেছেন, 'আমায় আবার মাঝে মাঝে ঈশান মল্লিক প্রভু বলে।' শ্যামবাজারের ঈশান চৌধুরী, শ্রীনাথ মল্লিক, সদয় বাবাজী প্রমুখের সঙ্গেও শ্রীরামকৃষ্ণ সংকীর্তন করেছিলেন। শিক্ষক প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রী সুগন্ধবালা, ব্রহ্মচারী প্রসন্নকুমার, শ্যামদাস গোস্বামী, মতিবালা দাসী, গোবিন্দ চন্দ্র দাস, অদ্বৈতচরণ দাস শ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন।

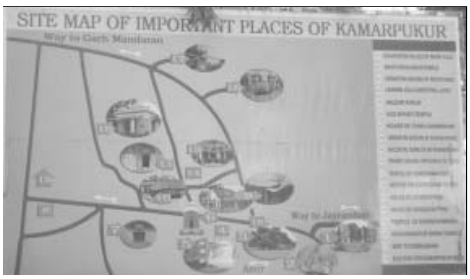

যোজনা ডায়েরি

(এপ্রিল ২০১৮)

জাতীয়

· দেশের সব গ্রামে বিদ্যুতায়নের কাজ সম্পূর্ণ :

২০১৫ সালের স্বাধীনতা দিবসের ভাষণ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঘোষণা করেছিলেন আগামী হাজার দিনের মধ্যে দেশের সব গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেবে সরকার। গত ২৯ এপ্রিল ট্যুইট করে প্রধানমন্ত্রী জানিয়ে দিলেন, দেশের সব গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। এদিন কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে ঘোষণা করা হয়, ২৮ এপ্রিল মধ্য মণিপুরের সেনাপাতি জেলার একটি গ্রামে বিদ্যুতায়নের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। আর এর মাধ্যমেই সম্পূর্ণ হয়েছে দেশের সব গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার কাজ।

কোনও গ্রামে বিদ্যুতায়নের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে কি না সে বিষয়ে তিনটি সরকারি মাপকাঠি ধার্য করা আছে। এক, ওই গ্রামে বিদ্যুৎ পরিষেবার ন্যূনতম পরিকাঠামো থাকতে হবে। দুই, সেখানকার অন্তত দশ শতাংশ বাড়িতে বিদ্যুৎ থাকবে। এবং তিন, ওই গ্রামের স্কুল, পঞ্চায়েত অফিস, স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মতো সরকারি ইমারতগুলিতে বিদ্যুৎ পরিষেবা থাকবে। কেন্দ্রের তরফে দাবি করা হয়েছে, এই তিনটি শর্তই পূরণ করা হয়েছে দেশের সব গ্রামে। ২০১৪ সালে দেশের সব গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়েছিল কেন্দ্র সরকার। একই সঙ্গে গরিবদের ঘরে নিখরচায় বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার কথাও হয়েছিল। সেই মতো বাজেট বরাদ্দ কার হয়েছিল। এই লক্ষ্যেই প্রধানমন্ত্রী সহজ বিজলি হর ঘর যোজনা বা 'সৌভাগ্য' প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেন। প্রথমে সব গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার জন্য সময়সীমা ধার্য করা হয়। আর, সকলেই জন্য নিরবচ্ছিন্ন (২৪ ঘন্টা + ৭ দিন) বিদ্যুৎ দেওয়ার জন্য সময় ধরা হয়েছে ২০১৯ -এর মার্চ।

· শিক্ষা নিয়ে কেন্দ্রের তালিকা প্রকাশ :

গত ৪ এপ্রিল গোটা দেশের প্রায় সাড়ে চার হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্রমতালিকা প্রকাশ করে কেন্দ্র। সেই তালিকায় সার্বিকভাবে প্রথম হয়ে বেঙ্গালুরুর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স (আইআইএসসি)। পশ্চিমবঙ্গের যাবদপুর ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যথাক্রমে ১৩ ও ২১তম স্থান পায়।

বিস্তারিত বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, বেঙ্গালুরুর ওই প্রতিষ্ঠান থেকে চার বছরে স্নাতক পাঠ্যক্রম পাশ করে শুরুতে বার্ষিক ১২ লক্ষ ও স্নাতকোত্তর স্তরে শুরুতে বার্ষিক ১৬ লক্ষ টাকার চাকরি পাচ্ছেন ছাত্রছাত্রীরা। দিল্লির জেএনইউ-এর ক্ষেত্রে স্নাতকত্তর পাশ করলে বছরে ৪.২ লক্ষ টাকা দিয়ে চাকরি শুরু করেছেন পড়ুয়ারা। যাদবপুর ও দুর্গাপুর এনআইটি-র ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়ারা শুরুতে বেতন পাচ্ছেন বছরে ৫.৭০ লক্ষ ও ৪.৮০ লক্ষ। প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে নেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও। সমীক্ষা বলছে, তিন বছরের স্নাতক পাঠ্যক্রম শেষ করে বছরে সাধারণভাবে ৬.৬ লক্ষ টাকার চাকরিও পেয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও কোনও পড়ুয়া। আবার বছরে ৭.২ লক্ষ টাকার চাকরি পেয়েছেন স্নাতকোত্তর পাশ করে।

পিএইচডি করা পড়ুয়াদের ক্ষেত্রে দেশের এক নম্বর আইআইএসসি বেঙ্গালুরুর সঙ্গে রীতিমতো পাল্লা দিয়েছে যাদবপুর। আইআইএসসি-এ যেখানে ২৬৮১ জন পূর্ণ সময়ের গবেষক রয়েছেন, সেখানে যাদবপুরে রয়েছেন ২৬১৩ জন। তুলনায় অবশ্য এক্ষেত্রে অনেকটা পিছিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানে গবেষণা করছেন মাত্র ৩৮৭ জন। উচ্চমানের গবেষণাপত্র প্রকাশের (২০১৪-'১৭) প্রশ্নে অনেক এগিয়ে আইআইএসসি। তাদের যেখানে ২৫৮৪-টি। উচ্চমানের গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে, সেখানে যাদবপুর ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে সংখ্যাটি হল ১৩৯৭ ও ৮৭৩। আর জেএইইউ-এর ক্ষেত্রে সংখ্যাটি ৬৬৮। সমীক্ষায় কোনও প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ছাত্রছাত্রী, চাকুরিদাতা সংস্থা, বিভিন্ন নিয়োগকারী সংস্থার প্রধান, পেশাদার ব্যক্তিত্বরা কী ভাবে তার জন্যও একটি মাপকাঠি রেখেছিলেন সমীক্ষকেরা। তাতে যাবদপুর পেয়েছে ১৩৬। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাপ্ত নম্বর ৮৯। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় পেয়েছে ৭৪। জেএইউ-এর নম্বর সেখানে ২০৬। আইআইটি খড়গপুর ৩৪৮। আরও একবার সকলের ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়েছে আইআইএসসি বেঙ্গালুরু। তাদের প্রাপ্ত নম্বর ১০১৩।

পশ্চিমবঙ্গ

➢ শান্তিপুরি শাড়ি মানেই মিহি সুতোয় (১০০ কাউন্ট) বোনা নীলাম্বরী শাড়ি। আর সেই শাড়ির পাড়ে আঁশ, চাঁদমালা, ভোমরা, রাজমহলের মতো বিভিন্ন নকশার রঙিন সুতোর কাজ। শতাব্দী প্রাচীন শান্তিপুরি শাড়ির এই ঘরানা বাংলার মহিলাদের পছন্দের শাড়িগুলির মধ্যে অন্যতম। বিখ্যাত এই শাড়ি অনেক বছর আগে 'জিআই' (জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন) তকমাও পেয়েছে। তাঁতিদেরই কথায়, কালের নিয়মে সেই সব নকশা ও রঙের একঘেয়েমি এবং অন্য ধরনের শাড়ির বৈচিত্র্যে ক্রমশ জায়গা হারাচ্ছিল শান্তিপুরি শাড়ি। বিশ্ববাংলার উদ্যোগে হাতে বোনা শান্তিপুরি শাড়িকে বাঁচাতে তখনই শুরু হয় নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা। সেই শান্তিপুরের তাঁতিরাই সুতির সঙ্গে সিল্ক ও লিনেন সুতো মিশিয়ে নতুন ধারার শান্তিপুরি শাড়ি বুনে লাভের মুখ দেখতে শুরু করেছেন। দ্বিগুণ হয়েছে দৈনিক মজুরিও। ক্রমশ

সম্পাদক সমীপেষু

শব্দছক ঃ বিবিধের মাঝে দেখ, মিলন মহান

আজকাল 'শব্দছক'-এর সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত নেই এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। বিভিন্ন পেশার মানুষ, বিভিন্ন নেশার মানুষ, বিভিন্ন বৃত্তির মানুষ এমনকী দুর্বুদ্ধ প্রত্যেকেই কিন্তু 'শব্দছক'-এর সঙ্গে কমবেশি জড়িত। কেউ শব্দছক নির্মাণ করেন, কেউ কেউ বা সমাধান করেন। আবার অনেকেই আছেন যাঁরা লেখাপড়া আদৌ জানেন না, অথচ সমাধানকারীকে বলেন, জোরে জোরে সূত্র বলুন—দেখি আমরাও পারি কী না। শব্দছক কেবলমাত্র সাহিত্যের ধারক-বাহক নয়, এতে আছে পৃথিবীর এমনকী স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের প্রতিটি বিষয়ের ওপর আলোচনার পাশাপাশি জ্ঞান আহরণের সুযোগ। এই শব্দছক নিয়েই বসে আসর। আলোচনা-তর্ক-বিতর্কের পর কখনও উত্তপ্ত হয় পরিবেশ, কখনও যুক্তি গ্রাহ্য বাক্য বিনিময় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, পরিবেশ হয়ে ওঠে শান্ত নির্মল। এই আসর বসানোর জন্য প্রয়োজন নেই বিশাল আটচালা, বৈঠকখানা বাড়ি কিংবা বিশাল অর্থব্যয়ে নির্মিত সুবিশাল কক্ষ। প্রয়োজন নেই সরকারি অনুদান। যা প্রয়োজন তা হল—এক টুকরো কাগজ এবং একটি সাধারণ কলম। আর প্রয়োজন নির্মল একটি মন। ট্রেনে-বাসে-বিমানে-নৌকায়-জাহাজে ভ্রমণ করতে করতে, চা-এর দোকানে বসে রাজা-বাদশা না মেরে কাগজ, কলম ও পরিজন তথা চা পানকারীদের নিয়ে বসে, কখনো বা যাত্রী নিবাসে কিংবা স্টেশনে অপেক্ষা করতে করতে, আবার কাজের ফাঁকে অবসর সময়ে এই মহৎকর্মে ডুবে থেকে আনন্দলাভ পাশাপাশি জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধি করতে অনেককেই দেখা যায়। আলোচনার আসরে একজন কৃষক 'হালবাড়ি'র অর্থ সহজেই বলে দেন। (যে লাঠি দিয়ে লাঙল দেওয়ার সময় গরু তাড়ানো হয়)। কিন্তু এরজন্য একজন লেখাপড়া জানা মানুষকে অভিধান খুলে দেখতে হয়। সাঙ্কতা সম্পন্ন অনেক মানুষই 'জোয়াল' দেখেননি। কিন্তু গ্রামের চাষি বা কৃষি শ্রমিক আসরে বসে 'যে কাষ্ঠখণ্ডটি দুটি গোরু বা মহিষের কাঁধে দিয়ে ভার বহন করানো হয়' তা নির্দ্বিধায় বলে দেন। তাই শব্দছক কারোর একার নয়। প্রত্যেকের মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে বিশ্ব জ্ঞানভাণ্ডার আহরণের একটি বিজ্ঞানসম্মত, সর্বজন উপভোগ্য মাধ্যম। এই শব্দছক শিশু থেকে শেষ বয়স পর্যন্ত প্রত্যেকের জ্ঞানবৃদ্ধি, বুদ্ধিবৃদ্ধি, স্মৃতিবৃদ্ধির সেরা মাধ্যম। বড়োদের যেমন অনুপ্রাণিত করতে হবে, ঠিক তেমনই ছোটোদেরও করত হবে উৎসাহিত। কেননা, প্রকৃত মানুষ গঠনে শব্দছকের ভূমিকা অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

আশিসবরণ সামন্ত
আরামবাগ, হুগলি।

উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য পত্রিকা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।
সম্পাদক

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।

পাঠকের দরবারে

চিঠি পাঠান
লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২
Email-lipiarambagh@gmail.com

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়